# যুগান্তর

তারিখ: 31 MAY 2015
পৃষ্ঠা: ৫ কলাম: ৩

যুগান্তর | রোববার ৩১ মে ২০১৫
১৭ জ্যৈষ্ঠ ১৪২২

এ কে এম শাহনাওয়াজ

# ছাত্র রাজনীতিকে সুপথে আনার এখনই সময়

নানা ঘটনার ঘনঘটায় আমাদের মন এখন বিক্ষিপ্ত। তাই ২৯ মে কয়েকটি দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত ছোট্ট খবরটি অনেকের দৃষ্টি হয়তো তেমনভাবে আকৃষ্ট করতে পারেনি। তবে আমি খুব গুরুত্বের সঙ্গে পাঠ করেছি। ২৮ মে আগারগাঁওয়ে রাস্তার একদিক বন্ধ করে দিয়েছিল পুলিশ। অন্যপাশে স্বাভাবিকভাবেই কঠিন জ্যাম। হঠাৎ রাস্তা খোলা পেয়ে উল্টো দিক থেকে মোটরসাইকেল আরোহী দুই যুবক ছুটে যাচ্ছিল। এক মাঝবয়সী পুলিশ কনস্টেবল তাদের গতিরোধের চেষ্টা করেন। যুবকরা জানায় তারা ছাত্রলীগ। প্রধানমন্ত্রী যাবেন তাই পুলিশ ছাত্রলীগ জেনেও যুবকদের থামাতে চায়। এতে আত্মসম্মানে লাগে 'ছাত্রলীগ' কর্মীদের। ওরা তেড়ে আসে পুলিশের দিকে। দৈবাৎ অকুস্থলে চলে আসে একটি পুলিশের মাইক্রোবাস। কয়েকজন পুলিশ সদস্য ও তাদের অফিসার নেমে আসেন। ছেলে দুটিকে ধরে উত্তমমধ্যম দেন। বলেন, প্রধানমন্ত্রী, পুলিশ ও ছাত্রলীগ বুঝি না। একজন বয়সী মানুষকে লাঞ্ছিত হতে দেয়া যায় না।

আমার এক কলেজ সহপাঠী এখন বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা। টেলিফোন করে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন সংবাদটির প্রতি। ভোরবেলা অবশ্য আমি খবরটি একটি অনলাইন পত্রিকায় পড়ে নিয়েছিলাম। বন্ধুটি বললেন, 'অনেকদিন পর পুলিশ একটি ভালো কাজ করল। অন্তত শিরদাঁড়া সোজা করে দাঁড়াতে পেরেছে।' আমি বললাম, তাই বলে পুলিশ রাস্তার মধ্যে পেটাবে? বন্ধু বললেন, 'দলের দাপট দেখিয়ে চলা এসব বখাটেকে যাদের শাসন করার কথা তারা যখন তা করছেন না, তখন পথেঘাটে মুগুরই এদের জন্য একমাত্র দাওয়াই।'

শিক্ষকতা করি বলেই বোধহয় ছাত্রদের প্রতি একটু পক্ষপাতিত্ব করতে ইচ্ছে করে। তবুও কেন জানি পুলিশের শাসনটাকে সমর্থন দিতে মন চাইল। পত্রিকা খুললেই তো ছাত্রলীগের অপকীর্তির দু-চারটা খবর চোখে পড়ে। একই দিনে ঢাকা মহানগর ছাত্রলীগের উত্তর শাখার সম্মেলন হচ্ছিল। এ সম্মেলনের প্রধান অতিথি এককালের উজ্জ্বল ছাত্রনেতা বর্তমান বাণিজ্যমন্ত্রী তোফায়েল আহমেদ বক্তব্য রেখেছেন। এ যুগে ছাত্রলীগের অধঃপতন তার অজানা নয়। তিনি বলেছেন, 'কেউ কখনও ছাত্রলীগকে কলঙ্কিত করতে পারেনি।'

পথ হারানো ছাত্রলীগের নেতাকর্মীদের মনোবল ফিরিয়ে আনতে অনেক সময় অনেক বক্তব্য দিতে হয়। তবে এ কথাটি এই আওয়ামী লীগ নেতা ভুল বলেননি। কারণ ছাত্রলীগকে অন্য কারও কলঙ্কিত করার প্রয়োজন নেই। এ সময়ের ছাত্রলীগ এ ব্যাপারে নিজেই স্বাবলম্বী। তবে থমকে যেতে হল তোফায়েল আহমেদ যখন বললেন, 'দলের মধ্যে অনুপ্রবেশকারীরা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে পারে।' এমন কথা নতুন নয়। সাড়ে ছয় বছর আগে আওয়ামী লীগ সরকার গঠন করার পর ছাত্রলীগের বেপরোয়া বাড়বাড়ন্ত রূপ আমরা অসহায়ভাবে লক্ষ্য করেছি। তখনও আওয়ামী লীগ নেতারা বলতেন, এসব ছাত্রলীগের কাজ নয়— লীগের ভেতর ছাত্রদল, ছাত্রশিবির ঢুকে পড়েছে। ওরা সব অনর্থ করে ছাত্রলীগকে কালিমালিপ্ত করতে চাইছে। এ বক্তব্যে স্তম্ভিত হতে হয়েছে। ভাবতে হয়েছে ছাত্রলীগ এমন অথর্ব হয়ে পড়ল কীভাবে? বিরোধী পক্ষের সন্ত্রাসীরা ছাত্রলীগের পোশাক গায়ে দিয়ে দিব্যি ছাত্রলীগের মানহানি করছে আর ছাত্রলীগ তা চেয়ে চেয়ে দেখছে! তাছাড়া নেতারা কেমন করে যে ভুলে যান ভুক্তভোগীরা কাছে থেকে ছাত্রলীগের দাপট দেখছে। তাহলে নেতাদের এসব বলার হেতু কী! যখন শাসনের দরকার তখন এভাবে প্রশ্রয় দিলে মর্কট শ্রেণী তো ঘাড়ে উঠবেই।

আমার দীর্ঘদিনের বিশ্ববিদ্যালয় জীবনের অভিজ্ঞতায় ছাত্র রাজনীতির আদর্শিক পরিবর্তন যেভাবে দেখেছি তাতে রাজনীতির নেতিবাচক আবর্তনের ছায়া স্পষ্ট ছিল। এদেশের ছাত্র রাজনীতির ইতিহাস উজ্জ্বল। ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে আইয়ুববিরোধী আন্দোলন এবং সর্বোপরি মুক্তিযুদ্ধে ছাত্রদের অংশগ্রহণকে স্বাগত জানিয়েছে সর্বস্তরের মানুষ। তখন সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটও ছিল ভিন্ন। সময়ের দাবিতেই ছাত্রশক্তি যুক্ত হয়েছে প্রতিবাদী আন্দোলনে। তারুণ্যের নিঃস্বার্থ তেজোদীপ্ত ভূমিকা তাদের ঔজ্জ্বল্য বাড়িয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের শাণিত মেধার ছাত্রছাত্রীরা যুক্ত হয়েছে রাজনীতিতে।

জাতীয় পর্যায়ের রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে তাদের অনেকেরই আদর্শিক যোগাযোগ ছিল। অঙ্গসংগঠনও তৈরি হয়েছে। তবে জাতীয় নেতাদের আজ্ঞাবহ দাসে পরিণত হয়নি রাজনীতি সংশ্লিষ্ট ছাত্রসমাজ। জাতীয় পর্যায়ের নেতারাও সেভাবে ব্যবহার করেননি ছাত্র রাজনীতিকে। ফলে ছাত্র রাজনীতি সাধারণ মানুষের কাছে আশার প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশে ছাত্র রাজনীতির বিপ্লবী ভূমিকা নেয়ার প্রয়োজন প্রায় ফুরিয়ে যায়। যূথবদ্ধ হয়ে আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ার কোনো বাস্তবতা না থাকায় জাতীয় দলের অঙ্গসংগঠনের চিহ্নিত হওয়া ছাত্র রাজনীতি যার যার দলীয় বলয়ে আটকে যায়। গত চার দশকে ক্ষমতার রাজনীতিতে মুখ্য প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল প্রথমে বিএনপি, জাতীয় পার্টি ও আওয়ামী লীগ, পরে বিএনপি ও আওয়ামী লীগ। এদের অঙ্গ ছাত্র সংগঠনগুলোও যার যার বলয়ে আবর্তিত হতে থাকে। ক্ষমতা দখলের সুদূরপ্রসারী ভাবনা মাথায় রেখে নিজ ছাত্র সংগঠনকে শক্তিশালী করতে থাকে জামায়াতে ইসলামী। ক্ষমতার মিছিলে না থাকলেও বাম রাজনীতির নেতারা তাদের আটপৌড়ে ও বিভ্রান্ত আদর্শে তাদের পরোক্ষ দলীয় বা সমর্থক ছাত্র সংগঠনগুলোর কর্মীদের যুক্তিবাদী হওয়ার বদলে বাস্তবতাবর্জিত অন্তঃসারশূন্য তর্কবাদী তারুণ্যে পরিণত করছেন। এসব কিছুর অবশ্যম্ভাবী বিরূপ প্রতিক্রিয়া পড়ছে ক্যাম্পাসে। রাজনীতির এসব নেতিবাচক ধারায় ক্রমে আদর্শিক জায়গা থেকে সরে আসতে থাকে ছাত্র সংগঠনগুলো। এদের সামনে জনসম্পৃক্ত দৃশ্যমান কোনো ইস্যু না থাকায় জাতীয় নেতৃত্বের অনুকরণে তারা দলীয় সংঘাতে যুক্ত হয়ে পড়ে। একই কারণে মেধাবী যুক্তিবাদী ছাত্রছাত্রীরা ছিটকে পড়ে ছাত্র রাজনীতি থেকে। দলীয় জাতীয় রাজনীতির নেতারা তাদের নতুন করে আকৃষ্ট করতে পারেননি বা চাননি। দলীয় নেতারা চেয়েছেন একান্ত বশংবদ কম মেধার শিক্ষার্থীরাই ছাত্র রাজনীতির নেতৃত্বে থাকুক। এদের অনুগত রাখার সুবিধা অনেক বেশি। ততদিনে জাতীয় রাজনীতির নেতৃত্ব বুঝতে শিখেছে বিশ্ববিদ্যালয়ে তথা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে দলীয় ছাত্র সংগঠন শক্তিশালী হলে এই ছাত্র নেতাকর্মীদের উন্মত্ত রথে চড়ে ক্ষমতার পালাবদলের খেলায় জেতার সুযোগ বেশি। এভাবেই ছাত্র সংগঠনগুলো তার আদর্শিক ঐতিহ্য থেকে সরে এসে দলীয় লাঠিয়ালে পরিণত হয়। বলা যায়, জাতীয় রাজনীতির নেতারাই তাদের লাঠিয়ালে পরিণত করেন। পেশি প্রদর্শনের শক্তি, মদদ ও প্রেরণা তারা জাতীয় নেতৃত্বের কাছ থেকেই পায়। পেশিতে শক্তি আর পকেটে অর্থ পুরে দিয়ে ছাত্র রাজনীতিতে যুক্ত তারুণ্যকে অন্ধকার পথে ঠেলে দেয়। বিশ্ববিদ্যালয় দলীয় ছাত্রদের নিয়ন্ত্রণে রাখা জাতীয় পর্যায়ের নেতাদের লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায়। এভাবে হল দখলের রাজনীতি বাড়বাড়ন্ত হতে থাকে। অহরহ ঘটতে থাকে ছাত্র সংঘাতের ঘটনা। অস্ত্রের ঝনঝনানি হয় ক্যাম্পাসে আর হলগুলোতে। রাজনৈতিক সরকারের আইনশৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনী হলগুলোতে দৈবাৎ অভিযান চালিয়ে কোনো অস্ত্র খুঁজে পায় না। চাঁদাবাজি দলীয় আয় আর ব্যক্তিগত আয়ের উৎস হয়ে যায়। এমনও শোনা যায়, শাখা ছাত্র সংগঠনগুলোকে চাঁদাবাজির অর্থ কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগঠনগুলোকেও দিতে হয়। অর্থাৎ জাতীয় রাজনীতির অনুমোদনে উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ নির্মাণের অঙ্গীকার রয়েছে যে তারুণ্যের, তাদের নিকৃষ্ট চাঁদাবাজে পরিণত করা হয়। এ ধারার বিভ্রান্ত ছাত্রদের তখন সতীর্থদের চোখে দাপুটে নায়ক হওয়ার মোহে পেয়ে বসে। দাপট প্রকাশের ক্ষেত্র হিসেবে ক্যান্টিনে বাকি খাওয়াকে স্থায়ী করা থেকে শুরু করে হল গেটে বসে থাকা মুচিকে জুতোয় কালি দিয়ে পয়সা না দেয়া পর্যন্ত সব অনাচারকে অধিকার হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে এরা। শিক্ষাবর্ষে জুনিয়র ছাত্রনেতা বা কর্মী কমজোরি বিরোধী পক্ষের বা সাধারণ ছাত্র হিসেবে পরিচিত সিনিয়র ছাত্রকে শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত করে বীরত্ব দেখায়। গুটিকয়েক রাজনীতির তকমা পরা ছাত্রের দাপটে প্রকম্পিত হয় ক্যাম্পাস আর হল। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বা হল প্রশাসন এ সময়ের বাস্তবতায় তেমন প্রতিবিধান করতে পারে না। কারণ রাজনৈতিক সরকারগুলোর অনুগত অঙ্গসংগঠনের (অধুনা ভ্রাতৃপ্রতিম!) ছাত্ররা প্রধানত প্রাধান্য বিস্তার করে বিশ্ববিদ্যালয়ের হলগুলোতে। আবার এসব সরকারি দলের অনুগত প্রার্থীই সাধারণত বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি হিসেবে নিয়োগ পান। সরকারি দলের ছাত্রদের ইচ্ছা পূরণের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ একটি বাধ্যবাধকতা থাকে তাদের। হল প্রশাসনের কার্যকর ব্যবস্থা নেয়ার ইচ্ছা অংকুরেই মরে যায় বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় প্রশাসনের সবুজ সংকেতের অভাবে। এভাবে অসহায় হল প্রশাসনকে প্রায়ই আত্মসমর্পণ করতে হয়। এই অসহায়ত্বের সুযোগে দাপুটে দলীয় ছাত্রনেতারা সিট বণ্টনের অলিখিত দায়িত্ব পালন করতে থাকে। প্রতিষ্ঠা করে রামরাজত্ব। হলের সিংহভাগ ছাত্র দলীয় রাজনীতির সঙ্গে সংস্রব না রাখলেও তারা ছাত্রনেতাদের ঢাল হিসেবে ব্যবহৃত হতে বাধ্য থাকে। ক্লাস পরীক্ষা বাদ দিয়ে হলেও সাধারণ ছাত্ররা বাধ্য থাকে মিছিলে যোগ দিতে। মিছিলে না এসে কেউ যদি 'বেয়াদবি' করে তবে তাকে নির্যাত শাস্তি ভোগ করতে হয়। ছাত্র রাজনীতিতে যুক্ত শিক্ষার্থীদের বড় অংশ খুব বেশি ক্লাসমুখো হয় না। জ্ঞান অর্জনের চেয়ে ঠিকাদার বা দোকানদারদের কাছ থেকে অর্থ অর্জন এবং দাপট দেখিয়ে বন্ধুদের সন্ত্রস্ত রাখা এদের সংস্কৃতি হয়ে দাঁড়ায়। সেশনজট বৃদ্ধি, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান রুটিনবহির্ভূত বন্ধ হয়ে যাওয়া— এসব কিছুর পেছনে দলীয় ছাত্রদের মধ্যকার ছাত্র সংঘাতের ভূমিকাই প্রধান।

এমন একটি অবস্থা তো যুগের পর যুগ চলতে পারে না। আওয়ামী লীগ এদেশের একটি প্রাচীন গণতান্ত্রিক সংগঠন। ছাত্রলীগও উজ্জ্বল ঐতিহ্য ধারণ করে আছে। নষ্ট হয়ে যাওয়া ছাত্র রাজনীতিকে সুপথে ফিরিয়ে আনার দায়িত্ব এখন আওয়ামী লীগের ওপরই বর্তায়। এ সময়টি আওয়ামী লীগ নেতৃত্বের জন্য বেশ ভালো যাচ্ছে। বিএনপি-জামায়াত কোণঠাসা অবস্থায়। আওয়ামী লীগ নানা কর্মসূচিতে উন্নয়নের অনেক সোপান অতিক্রম করছে। মানুষের আস্থা ফিরে আসছে দলটির প্রতি। এ সময়ে আওয়ামী লীগ নেতৃত্ব যদি চান ছাত্র রাজনীতিকে সুপথে ফিরিয়ে আনতে, তবে সব রাগ-অনুরাগের বাইরে থেকে শক্ত হাতে দলকে নির্মোহ জায়গায় নিয়ে আসতে হবে। মেধাবী ছাত্রদের হাতে ফিরিয়ে দিতে হবে রাজনীতি। ছাত্র রাজনীতি বলীয়ান হবে গণতান্ত্রিক শক্তিতে। মানুষ উন্মুখ হয়ে আছে এমন একটি সুন্দর সময়ের জন্য। আওয়ামী লীগ নেতৃত্ব কি অচলায়তন থেকে বেরিয়ে এসে এমন সাহসী পদক্ষেপ নিতে পারবেন না?

ড. এ কে এম শাহনাওয়াজ : *অধ্যাপক, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়*
shahnawaz7b@gmail.com